লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

ভারতের প্রথম ও একমাত্র পঞ্চায়েত তথ্যপত্র

সংযোগ সংবাদ

পঞ্চায়েত ও আমরা

১৫ আগস্ট ২০১৪, ২৯ শ্রাবন, ১৪২১ • মূল্য - ৩.০০ টাকা পাক্ষিক / Fortnightly VOL-XII No-02

গ্রাহক হোন
'পঞ্চায়েত ও আমরা' পাক্ষিক পত্রিকাটিকে সুস্থায়ী করতে প্রত্যেক পাঠককে এই পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।
বাৎসরিক ২৪ টি সংখ্যার জন্য
গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা।
সম্পাদক, পঞ্চায়েত ও আমরা
প্রযত্নে : লোক কল্যাণ পরিষদ,
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬

গ্রামে গ্রামে আইনি পরিষেবা কেন্দ্র তৈরির ভাবনা

বর্ধমান

প্রদীপ মুখোপাধ্যায় :- গ্রামের মানুষ বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মানুষজন নানা কারণে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি নানা ক্ষেত্রে হিংসার শিকার হচ্ছেন অথচ শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে তারা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য আউশগ্রাম ব্লকের অডিটোরিয়াম হলে বর্ধমান জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় একটি আইনি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এলাকার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, জেলা ও সেশন জজ প্রনব কুমার মন্ডল, অতিরিক্ত জেলা জজ, জেলার লিগাল সার্ভিস অথরিটির সম্পাদক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, আউশগ্রাম- ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আয়েষা খাতুন, সহ-সভাপতি মৃণাল কান্তি রায়,বিডিও অরুণ পাল প্রমুখ। কোন কোন ক্ষেত্রে গরীব মানুষ বিনা খরচে আইনি পরিষেবা পেতে পারেন সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই শিবিরে। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধানদের উদ্যোগী হওয়ার জন্য আবেদন জানান সভাধিপতি। তিনি বলেন, পঞ্চায়েতগুলিতে এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে পরিষেবা কেন্দ্র তৈরি করে আইনি সহয়তা দেওয়া এবং প্রয়োজনে পঞ্চায়েতগুলিতে লোক আদালত বসিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হবে।

জেলার লিগাল সার্ভিস অথরিটির সম্পাদক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, জেলার লিগাল সার্ভিস কর্তৃপক্ষ জেলার প্রতিটি গ্রামে প্যারা লিগাল ভলেন্টিয়ার তৈরি করে আইনি পরিষেবা কেন্দ্র গঠন করবে। ইতিমধ্যে গলসী ব্লকের বিডিওর উদ্যোগে সাতটি গ্রামে এধরনের কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। মহিলা, শিশু , তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ভাবে সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত -স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয়ে পালিত হল 'গ্রাম রোজগার দিবস'

বার্তা প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান (এম.জি.এন.আর.জি) বিভাগের আদেশনামার সূত্রে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ৩১শে মার্চের আদেশনামায় (1622(22)/1(1)-P&RD/PAC(NREGA)P/18s-04/06 date 31.03.2014) প্রত্যেক বাংলা মাসের প্রথম বুধবার জেলাগুলিতে 'গ্রাম রোজগার দিবস' পালনের জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২৩শে জুলাই (বাংলা শ্রাবণ মাসের প্রথম বুধবার) রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পালিত হল 'গ্রাম রোজগার দিবস'। পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলার ১১ টি ব্লকে 'গ্রাম রোজগার দিবস' পালনের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। বীরভূম জেলার ইলামবাজার, লাভপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার, জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি এবং পুরুলিয়ার ঝালদা-২ এবং জয়পুর ব্লকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেই নয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নানা পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে জবকার্ড পাওয়া প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার কোনওভাবেই একটি আর্থিক বছরে ১০০ দিনের কাজের মজুরি

নিশ্চিতভাবে উপার্জন করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে কাজের চাহিদা যেমন বাড়ানো দরকার, তেমনই প্রতিটি পরিবারে সমস্ত সদস্যদের এই কাজের সম্ভাবনা এবং উপযোগিতা সম্পর্কে জানানো প্রয়োজন। তাই মাসে একদিন সকলে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত হয়ে পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা এবং সুযোগের জায়গাটা বাড়িয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সংসদে একটি বিশেষ দিনে একজোট হওয়ার মধ্য দিয়ে 'গ্রাম রোজগার দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সংসদে এদিন সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দফায় দফায় মানুষকে একত্রিত করা হয়। জয়দেব গ্রাম পঞ্চায়েতের আকন্বা সংসদে ঠিক সকাল ৭টায় লোক কল্যাণ পরিষদের জয়া দত্ত ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের নির্বাচিত সদস্যের উপস্থিতিতে 'গ্রাম রোজগার দিবস' পালন করা হয়। একে একে শ্রীপুরের ঘুড়িশা, মঙ্গলডিহির ধানসা, নানাশোলের কয়রা, ধরমপুরের ধোনাই, বিনাটির পূর্ব নারায়ণপুর মুরানাডিহি, সিরসার ভবানীপুর, ইলামবাজারের নেলেগার, খয়রাবুনি এবং বাতিকার গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়মিঠা সংসদেও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, উপ-প্রধান এবং গ্রাম

এরপর দু'য়ের পাতায়

পর্যটন মানচিত্রে মহিপাল দিঘি

বার্তা প্রতিনিধি : দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে কুশমুন্ডিবাসীদের। এবার জেলাপর্যটনের মানচিত্রে যোগ হতে চলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমুন্ডি ব্লক। কুশমুন্ডি দিঘির পাড়ে তৈরি হতে চলেছে পর্যটকদের রাতে থাকার উপযোগী উন্নতমানের রিসর্ট। বহু স্মৃতি বিজড়িত পাল আমলের তৈরি মহিপাল দিঘির পাড়ে বহু মানুষ পিকনিক করতে বা ঘুরতে আসেন। সেই দিঘির পাড়েই রিসর্ট তৈরি হবে বলে জানান কুশমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মিঠু জোয়ারদার ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুনন্দ বিশ্বাস। কুশমুন্ডির বি.ডি.ও ওয়াংভি গ্যালপা ভুটিয়া জানান, খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে এবং প্রথম পর্যায়ে এই কাজে এক কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

রিগীদ স্কুলে তৈরি হল শিশু সংসদ

বিপ্লব কুমার : পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-২ ব্লকের অধীন রিগীদ জুনিয়র হাইস্কুলে ২৩শে জুলাই গঠিত হল শিশু সংসদ। এই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত। শিশু সংসদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে বলার জন্য শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয়ে স্কুলের মধ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, শিক্ষা ও পরিবেশমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমন্ত্রী নির্বাচিত হন ডাক্তার মাহাত, সুনীলা কিস্কু, শশধর কিস্কু, সুষমা গোরাঞ্চ।

নির্বাচিত ছাত্র-মন্ত্রীদের কাজকর্ম সম্পর্কিত নানা ধরনের কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন প্রধান শিক্ষক সদানন্দ রং। সভায় অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাসেবীরাও অংশ নেন।

মডেল গ্রাম পানসারি

নাসিরুদ্দীন গাজী : গুজরাটের হিম্মতনগরে অবস্থিত একটি মডেল গ্রাম পানসারি। এই গ্রামে রয়েছে - ওয়াই-ফাই কানেকটিভিটি। এখানে সব রাস্তাই পাকা এবং যাতায়াতের জন্য রয়েছে মিনিবাস। সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছে এসি ও সিসিটিভি ক্যামেরা। পানসারি গ্রামে স্কুলছুটের পরিমাণ শূন্য। পেশাদার রাঁধুনীরা রান্না করেন মিড ডে মিল, রয়েছে ঠান্ডা মিনারেল ওয়াটারের জোগান। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এই গ্রামটিকে মডেল করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত গ্রামগুলির উন্নয়ন ঘটাতে চাইছেন। ২০১১ সালে দেশের সেরা গ্রাম হওয়ার সুবাদে পুরস্কার পেয়েছিল পানসারি গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান হিমাংশু প্যাটেল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সাহায্যে গ্রামকে সত্যিই স্বপ্নের মত বানিয়েছেন। এই গ্রামের মোট ৬০০০ বাসিন্দার জন্য স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রিমিয়ামের জন্য বছরে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামে রয়েছে একটি পানীয় জলের প্ল্যান্ট। মাত্র ৪ টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক বাড়ীতে ২০লিটার করে জলের ক্যান পৌঁছে দেয় পঞ্চায়েত । সাত বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের মূলধন ছিল ২৫,০০০টাকা। এখন তা হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা, নিখুঁত পরিকল্পনা এবং মানুষের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণেই এই মডেল গ্রাম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

হরিরামপুরে লোক শিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রদান অনুষ্ঠান

বার্তা প্রতিনিধি : সম্প্রতি লোক শিল্পীদের এককালীন অর্থ ও পরিচয়পত্র প্রদান করা হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকে। হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিরামপুরের বিধায়ক বিপ্লব মিত্র, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শুভাশিস পাল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনিন্দ্য গঙ্গোপাধ্যায়, বি.ডি.ও. নিশীথ ভাস্কর পাল, হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন বর্মন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের বঞ্চিত লোক শিল্পীদের জন্য অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে কর্মাধ্যক্ষ শুভাশীষ পাল প্রতিবেদককে জানান।

তাঁত শিল্পীদের বিনামূল্যে সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান

প্রদীপ মুখোপাধ্যায় : বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর হাটসিমলা গ্রাম। এই গ্রামের বেশীরভাগ পরিবার তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত। কিন্তু এদের মূল সমস্যা আর্থিক অনটন। তাই মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ করা বা তার অধীনে কাজ করা ছাড়া এখানকার তাঁত শিল্পীদের উপায় ছিল না। আর এর ফলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ এরা কখনোই দেখতে পাননি। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তাঁর দপ্তর এবং হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল দপ্তরের সহায়তায় তৈরি হয় হাটসিমলা তাঁত শিল্পী সমবায় সমিতি। সম্প্রতি সরকারি উদ্যোগে এই সমিতির শ'খানেক দু:স্থ তাঁতশিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হল তাঁত শিল্পের সহায়ক সরঞ্জাম। সরঞ্জামগুলি তাদের হাতে তুলে দেন ওই দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক প্রমুখ। সরঞ্জামগুলির মধ্যে আছে জ্যাকেট মেশিন, বওয়া সেট, সানা সেট, সুতো কাটা চরকা ইত্যাদি। এর জন্য

ব্যয় হয়েছে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। হাটসিমলার তাঁত শিল্পী বিশ্বনাথ বলেন, রাজ্য সরকার তাদের যে ভাবে সহায়তা করে চলেছেন তার জন্য তারা কৃতজ্ঞ। এর ফলে এলাকার দু:স্থ তাঁত শিল্পীরা স্বাধীনভাবে কাজ করে বাঁচার রসদ পাবেন। সামনেই পূজোর মরশুম। খুব শীঘ্রই শিল্পীরা তাঁত বস্ত্র উৎপাদন শুরু করবে বলেও তিনি জানান । এখানকার তৈরি সামগ্রী সরকারি সংস্থা তন্তুজের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে।

জেলা পরিষদের বাজেটে অটো চালানোর প্রস্তাব

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়: ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের জন্য বর্ধমান জেলা পরিষদের বাজেটে ৮০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই বাজেটে পূর্ত ও পরিকাঠামো স্থায়ী সমিতির জন্য প্রায় ৪৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাজেট পেশ করার পর সভাধিপতি দেবু টুডু জানিয়েছেন, জেলার যে সমস্ত রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলিকে পুনর্নির্মাণ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা খাতে আরও ৯০টি নতুন রাস্তা করা হবে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ কিমি। রাস্তা তৈরির সাথে সাথে ওই সমস্ত রাস্তা যাতে সাধারণ মানুষ ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য জেলা পরিষদের অধীন ঐ সমস্ত রাস্তায় অটো বা ট্রেকার চালানোরও চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের পরিবহনের সমস্যা মিটবে তেমনি

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে। রীতিমতো নজিরবিহীন এই চিন্তাভাবনাকে জেলা পরিষদের সদস্যরা স্বাগত জানিয়েছেন।

জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গোলাম জার্জিস একে অভিনব বলে আখ্যায়িত করেছেন। সদস্য নুরুল হাসান, রুবী ধীবর প্রমুখ এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটা বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুরাহা হবে, তেমনি অন্যদিকে জেলার পরিবহন সমস্যাও মিটবে।

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর

উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ

সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা) অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদে(০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭/৬৫২৯১৮৭৮

সংখ্যা-২৯৮, ১৫ আগস্ট ২০১৪, শুক্রবার
সম্পাদক - অমলেন্দু ঘোষ

শুরু হল নতুনভাবে পথ চলা

স্থানীয় সরকার অর্থাৎ পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকার মানুষদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প বা কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ কয়েক দশক আগে থেকেই আমাদের রাজ্যে নেওয়া হয়েছিল। কিছু ব্যর্থতা, কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ এবং মানুষের উৎসাহ রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় যে দাগ ফেলে তা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজ্যের এবং এমনকি রাজ্যের বাইরেও গবেষক, বিশ্লেষকদের প্রশংসা পায়।

দুভার্গ্যের বিষয়, এইসব বিষয়গুলি মূলস্রোতের খবরের মাধ্যমগুলিতে বিশেষ জায়গা পায় না। এই প্রেক্ষাপটে আমরা 'সংযোগ ইনফরমেশন ও নিউজ এজেন্সী'র পক্ষ থেকে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রধানত: গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় মানুষদের প্রচেষ্টাগুলি যথা সম্ভব বেশি মানুষের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি অনুকরণযোগ্য ভাল কাজ এবং পরিহারযোগ্য ভুল, বিচ্যুতিগুলির প্রচার, তার সঙ্গে সরকারী নীতি, নিয়ম কানুন, নতুন প্রকল্প, মানুষের অধিকার যা সহজে তারা জানতে পারেন না, এমন কি পঞ্চায়েতগুলিরও অজানা থেকে যায়, সেগুলি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের গর্ব এই যে, আমাদের এই প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হয়েছে যার প্রমাণ রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েতে 'পঞ্চায়েত ও আমরা'পত্রিকাটির সমাদর এবং বহু সাধারণ মানুষ ও যাঁরা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন এই পত্রিকা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ। এসব সত্ত্বেও বেশ কিছু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে,মার্চ '২০১২- র পর ' পঞ্চায়েত ও আমরা ' পত্রিকার প্রকাশনা চালানো আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। এটা আমাদের পরম সন্তোষ ও পরিতৃপ্তির বিষয় যে, আমরা 'পঞ্চায়েত ও আমরা ' পত্রিকার গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী এবং পঞ্চায়েত এলাকার মানুষদের সহায়তায় পত্রিকার পুন: প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। এই কাজে সহযোগী হিসাবে যুক্ত হয়েছেন গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য বিগত তিন দশক ধরে নিরলস কাজ করে যাওয়া প্রসিদ্ধ স্বেচ্ছাসবী সংস্থা 'লোক কল্যাণ পরিষদ'।

আমরা আশাবাদী, আমাদের বহু সংখ্যক শুভানুধ্যায়ী, গ্রাহক, পাঠক/পাঠিকাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং আনুকূল্য আগের মতই পাব। 'আজকের পঞ্চায়েত বার্তা'র বর্তমান গ্রাহকরা যারা লোক কল্যাণ পরিষদের কর্মীদের মাধ্যমে গ্রাহকভুক্ত হয়েছেন তারা আগের মতই প্রতি মাসে দু'বার করে আরও বড় আকারের 'পঞ্চায়েত ও আমরা' পত্রিকাটি ডাকযোগে পেতে থাকবেন। একই সঙ্গে আমরা তাঁদের আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের প্রকাশনা যে নিষ্ঠা, সততা এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার জন্য সুপরিচিত আগামী দিনেও তার থেকে বিচ্যুতি ঘটবে না।

পাঠকের কলমে

পৃথক জেলার মর্যাদা পাক সুন্দরবনও

পশ্চিমবঙ্গের ২০তম জেলা রূপে আলিপুরদুয়ারকে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা আনন্দিত। আলিপুরদুয়ারবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হল। সুন্দরবনকে নিয়েও অনুরূপ ভাবনা ভাবা যেতে পারে। সুন্দরবনবাসীদেরও পৃথক জেলার দাবী দীর্ঘদিনের।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশাল এলাকা নিয়ে সুন্দরবনের অবস্থান। আয়তনে ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। পূর্বে ইচ্ছামতী আর কালিন্দী নদী, পশ্চিমে হুগলী নদী,উভয়দিকে ডম্পিয়ার হজেস লাইন এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। সুন্দরবন এলাকার মধ্যে রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ৬ টি এবং দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার ১৩ টি অর্থাৎ মোট ১৯ টি ব্লক। থানা ও বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে ১৬ টি করে। আছে ১৯০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের সংখ্যাও কম নয়, ১০৬৪ টি। ৪টি পৌরসভা এবং ২ টি লোকসভাও সুন্দরবনের মধ্যে পড়ে। সুন্দরবনের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। দ্বীপের সংখ্যা ১০২ টি। জনবসতিপূর্ণ দ্বীপের সংখ্যা ৪৪ টি।

এখানকার পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে গোসাবা, পাখিরালয়, কলসদ্বীপ, কৈখালি, ঝড়খালি, গঙ্গাসাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, জটার দেউল, সজনেখালি অভয়ারণ্য, লোথিয়াল দ্বীপ অভয়ারণ্য, ভগবতীপুর কুমীর প্রকল্প, হ্যালিডে দ্বীপ অভয়ারণ্য, নেতি ধোপানি, বুড়ি দাবাড়ি, ব্যাঘ্র প্রকল্প ঘিরে বিরাট বনাঞ্চল, কনক এবং ডায়মন্ডহারবার। সুন্দরবনে কৃষিজমি ৩,০৪,৮৩৪ হেক্টর। সেচ সেবিত কৃষি জমির পরিমাণ ৬৯,৬৯৬ হেক্টর। তৃণ ও বাগিচার পরিমাণ ৩৮২৭ হেক্টর। বাস্তুজমির পরিমাণ ৪১৮.১২ হেক্টর। বনভূমির পরিমাণ ৮২,৩৩২.০৪ হেক্টর।

জল, জঙ্গল ও জীবনের মিলনতীর্থ রূপে সুন্দরবন পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় এলাকা। শুধুমাত্র সুন্দরবনবাসীরাই নয়, সুন্দরবনকে জেলা হিসেবে প্রত্যাশা করেন রাজ্যের সমস্ত স্তরের মানুষজন। মুখমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে আমার আবেদন, ২১তম জেলার মর্যাদা নিয়ে সুন্দরতর হোক বঙ্গোপসাগর বিধৌত সুন্দরবন।

মহ: রুল-আমীন
গ্রাম- রেদোখালী; পোষ্ট- সাতমুখীর হাট
থানা- ক্যানিং; জেলা- দ: ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গের ২০তম জেলা আলিপুরদুয়ার

নাসিরুদ্দীন গাজী : প্রশাসনিক কাজকর্মের সুফল দ্রুততার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে জলপাইগুড়ি জেলাকে ভাগ করে নতুন আলিপুরদুয়ার জেলার সৃষ্টি করা হল। উত্তরবঙ্গের সপ্তম জেলা হিসাবে পরিচিতি পেল আলিপুরদুয়ার। এই জেলায় শিল্পায়নের অনেক রসদ রয়েছে। শিল্পের কাঁচামালের পীঠস্থান হল এই জেলার গ্রামাঞ্চল সহ বিস্তীর্ণ বনভূমি। অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারী আলিপুরদুয়ার জেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রয়েছে জলদাপাড়ার জাতীয় উদ্যান, বক্সা টাইগার প্রকল্প, বিপ্লব তীর্থ বক্সাদুয়ার ফোর্ট, পাহাড় ও মেঘের মেলবন্ধনে ঘেরা জয়ন্তীর মত মনোমুগ্ধকর স্থান, যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। কুমারগ্রাম, কালচিনি, মাদারিহাট ও বীরপাড়া ব্লকের চা বাগানগুলি জেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সমৃদ্ধ করতে অবশ্যই সাহায্য করবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ করাই হবে নতুন এই জেলার শিল্পায়নের রথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে আদর্শ কাজ।

বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার রাভা, মেচ, গারো, টোটো, ডুকপা জনগোষ্ঠীর। এই জেলার মাটি বন্ধ্যা নয়। কালচিনি, কামাখ্যাগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সুপারির গুণগত মান খুবই ভালো। পান আবাদের ক্ষেত্রে বারোভিলা একটি বিশেষ নাম। ভেষজ উদ্ভিদের স্বর্ণখনি আলিপুরদুয়ার জেলার বনাঞ্চল।

এই জেলার জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশই তফসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। পাঁচটি বিধানসভার মধ্যে কুমারগ্রাম, কালচিনি এবং মাদারিহাট আদিবাসী সংরক্ষিত বিধানসভা ক্ষেত্র। ফালাকাটা তফসিলী জাতি সংরক্ষিত আসন। আলিপুরদুয়ার সাধারণ বিধানসভা ক্ষেত্র হলেও, আলিপুরদুয়ার লোকসভা ক্ষেত্র কিন্তু আদিবাসী সংরক্ষিত আসন।

পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী সহ সাধারণ মানুষের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নতুন জেলা আলিপুরদুয়ারের শিল্পায়ন একটি বড় ভূমিকা নিতে পারে। আলিপুরদুয়ার জেলার জয়ন্তীতে প্রচুর ডলোমাইট রয়েছে। শিল্পায়নে কাঁচামালের মৃগয়াক্ষেত্র আলিপুরদুয়ার জেলা। শিল্পায়নের কর্মসূচি যথাযথভাবে রূপায়িত হলে এই জেলায় ১৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৬৯ জন মানুষের মুখে চওড়া হাসি দেখা যাবে। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম। ১৪৫বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২০১৪ সালের ২৫ জুন জলপাইগুড়ি জেলার বিভাজন করে আলিপুরদুয়ার সৃষ্টি করা হল। ২৭৮৩.০৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই নতুন জেলার অবস্থান।

নতুন জেলার বক্সাদুয়ার হল বিপ্লব তীর্থ। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের ইংরেজ শাসকরা বক্সা জেলে বন্দী করে রাখতেন। পর্যটকদের পাশাপাশি গবেষকদের অন্যতম আকর্ষণ পাহাড়ের মাথায় এই দূর্গ তথা জেল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পূণ্যভূমি বক্সা ট্রেকিং করবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। ১৯৮৭ সালে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল টি ভি রাজেশ্বর। ঘোকসাডাঙা গ্রামের রাখাল মাঠে গিয়ে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল। তাঁত শিল্পীদের তৈরি তাঁতের শাড়ি, গামছা দেখে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন তিনি। কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়িতে রয়েছে কৃষি কেন্দ্র। এই কৃষি কেন্দ্রের নির্দেশক কৃষ্ণবিজয় ভট্টাচার্য তাঁর জীবদ্দশায় নিষ্ঠাভরে চড়কা কাটা, তাঁত বোনা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন আগ্রহী রাভা, মেচ, গারো গোষ্ঠীর মানুষকে। জলপাইগুড়ি শহরের কাছে মোহিতনগরে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার। গবেষণাগারের কৃষি বিজ্ঞানী অসিত কুমার সিট জানান,

মোহিতনগর প্রজাতির সুপারি গাছের চারা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কালচিনি, কুমারগ্রামে। সুপারির ফলন দারুণ ভাবে বেড়েছে। জেলার সুপারি বস্তাবন্দী হয়ে দক্ষিণ ভারতে পাড়ি দিচ্ছে। এই সুপারিকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় ভিত্তিতে কৃষিভিত্তিক শিল্প করা যেতে পারে। অন্যদিকে বারোভিশা এলাকার বাঁশ গুণগত দিক থেকে খুব ভালো। এই বাঁশকে কাজে লাগিয়ে এলাকার পেপার মিল তৈরি করার পরিকল্পনা আছে এলাকার মানুষদের।

ঐতিহাসিক দিক থেকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল রাজাভাতখাওয়া। এই জেলার ঐতিহাসিক ড:আনন্দগোপাল ঘোষের কথায় ১৭৭২ সালে ভূটান এবং কোচবিহারের রাজার মধ্যে সন্ধি হয়েছিল। সন্ধিস্থলের নাম রাজাভাতখাওয়া। ভূটান এবং কোচবিহারের রাজা দুপুরের খাবার এই সন্ধিস্থলে খেয়েছিলেন। পাশাপাশি রয়েছে বিখ্যাত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ও বক্সা টাইগার প্রোজেক্ট। পর্যটকদের সুবিধার্থে এই সমস্ত এলাকার পরিকাঠামো তৈরি করা গেলে তাতে নতুন জেলার কোষাগারে বিপুল পরিমাণে অর্থ রাজস্ব হিসেবে জমা পড়বে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতাতে ভেষজ উদ্যান ও গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য। যদিও তপসিখাতায় অধিগৃহীত জমিটি বর্তমানে গোচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসকরা সরকারি অধিগৃহীত জমিটি কাজে লাগাতে এবার নিশ্চয়ই আন্তরিক উদ্যোগ নেবেন। নতুন জেলায় অনেক কাজ হবে - এই আশাতেই দিন গুণছেন স্থানীয় মানুষরাও।

সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত আদেশনামা

বার্তা প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার পরিচালিত সমস্ত হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বর্হিবিভাগে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, অন্তর্বিভাগে বিনামূল্যে শয্যার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন হাসপাতাল / স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জরুরী পরিষেবা প্রভৃতি রাজ্য সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করছেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল, যে সমস্ত রোগীরা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে হাসপাতাল / স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তাদের যেন এই পরিষেবা পেতে কোন খরচ করতে না হয়। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের (স্মারক নং HFT/O/TDE/29/M-08/13 তারিখ, কোলকাতা ০৯/০১/১৩) স্মারকলিপিতে 'বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য ওষুধ সরবরাহ' শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তি অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। বিশেষ করে জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দরপত্র নেওয়া, দ্রব্যাদি সংগ্রহসহ টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত কাজগুলি এই তহবিল থেকে করা যাবে। এই লক্ষ্যে এই দপ্তর একটি উচ্চমানের 'স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম' নামে সফটওয়ার প্রবর্তন করেছে। এই সফটওয়ারের সাহায্যে একেবারে নীচের স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত পরিষেবার সুযোগগুলি জানা যাবে। এখন থেকে দ্রব্যাদি ক্রয়ের নোটিশ, দ্রব্যাদি সংগ্রহের পরিমাণ এবং টাকা পরিশোধ, যন্ত্রাদি ক্রয় সহ সকল কেনা জিনিসের গুণগতমান,সরবরাহকারীদের তালিকা ও বিবরণ সবই অনলাইনে দেখা যাবে। স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব ব্যবস্থাদি করা হয়েছে।

এছাড়াও কয়েকটি ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে যেমন--

ক) অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য ওষুধের নামের তালিকা যা প্রাথমিক পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ও পরের পর্যায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খ) চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত নীতি।

গ) ভাল ব্যবস্থাপত্রের নির্দেশিকা।

ঘ) ব্যবস্থাপত্রের হিসাব নিরীক্ষাজনিত নির্দেশিকা।

ঙ) জরুরী অবস্থায় স্থানীয় ওষুধের দোকানের সঙ্গে জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের অধীন ন্যায্য মূল্যের দোকানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ওষুধ সংগ্রহ সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ওষুধপত্র, রোগ নির্ণয় পরীক্ষা বিনামূল্যে বহির্বিভাগে রোগীদের দেওয়া হবে। অন্তর্বিভাগে বিনামূল্যে শয্যার ব্যবস্থা রাখা হবে এবং জেলা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীন হাসপাতাল / স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জরুরী পরিষেবাও বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের তহবিল থেকে প্রসূতি মা সহ তার এক বছরের সন্তানকে সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হবে এবং জেলা পরিবার ও নারী কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।

বেকার জীবনে গতি আনতে 'গতি-ধারা'

বার্তা প্রতিনিধি: *বেকারদের জন্য রাজ্য সরকার চালু করতে চলেছে 'গতি-ধারা' প্রকল্প। ছোট ছোট গাড়ি কিনে বেকাররা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন তার জন্য এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। ৫ই আগষ্ট রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পে সরকার মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেবেন বলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান। যাদের বয়স ২০-৪৫ বছরের মধ্যে এবং পরিবারের মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকার বেশি নয় তারাই এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন।*

প্রথম পাতার পর...

'গ্রাম রোজগার দিবস'

রোজগার সেবক ও অন্যান্য কর্মচারীদের উপস্থিতিতে 'গ্রাম রোজগার দিবসে'র উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই জেলার লাভপুর ব্লকেও 'গ্রাম রোজগার দিবস'কে কেন্দ্র করে যথেষ্ট সাড়া পড়ে। লাভপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়গোগা সংসদে ৩৩ জন, লাভপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুরে ৭৫ জন, চৌহাট্টা মহোদরী-২ পঞ্চায়েতের রাক্ষরেশ্বর সংসদে ৩৯ জন, চৌহাট্টা মহোদরী-১ পঞ্চায়েতের শুন্ডিপুর সংসদে ৪৬ জন, বিপ্রটিকুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরুম্বা সংসদে ৬০ জন এবং জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপুর সংসদে ১১২ জন 'গ্রাম রোজগার দিবসে'র অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৩ টি গ্রাম সংসদে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়ে 'গ্রাম রোজগার দিবস' পালন করা হয়। বাগিচাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০৭১ টি পরিবারের মধ্যে ৬৯১ টি পরিবার কাজের দাবী জানান। সৈয়দপুরে ১২৪২টি পরিবারের মধ্যে ৪২টি পরিবারকে চাওয়া মাত্র কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সিরসি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাস্টার ফেসিলিটেশন টিমের সদস্যরা। পান্ডারি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪১টি প্রকল্পে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বৈরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকে উপস্থিত ৬৯৭ জনের মধ্যে ২৭৬ জন কাজের আবেদন করেন এবং তাদের প্রত্যেককেই কাজ দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি সংসদে উপস্থিতির সংখ্যা ৬১৭। চাহিদা অনুযায়ী ৩টি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয় এবং ৭৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৩০ জনকেই সঙ্গে সঙ্গে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম রোজগার সহায়ক রবিরঞ্জন রায় এবং লোক কল্যাণ পরিষদের নীলা ছেত্রী 'গ্রাম রোজগার দিবসে'র প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এখানে উপস্থিত প্রায় ২৫০ জন গ্রামবাসীর মধ্যে ৯৫ জন কর্মপ্রার্থী ঐ দিনেই তাদের জবকার্ড এবং পাশবুক দেখিয়ে আবেদনপত্র জমা দেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দরিদ্র জেলা পুরুলিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ঝালদা-২ ব্লকের ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি সংসদ স্তরেই দায়িত্ব সহকারে 'গ্রাম রোজগার দিবস' পালনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই জেলায় এখনও পর্যন্ত গড়ে ১৫-২০ দিনের বেশি কাজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারী, কর্মচারী এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষের কাজের চাহিদা নথিভুক্ত করে তাদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করাই ছিল এবারের 'গ্রাম রোজগার দিবসে'র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

তিনটি দলের যৌথ সবজি চাষ

আয়ের পথ খুঁজে পাচ্ছেন বীরভূমের মহিলা কিষাণরা

ঝুমা হাজরা: বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের কুরুন্নাহার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কামারপাড়া সংসদ। এখানে সন্ধ্যাতারা, বসন্তবৌড়ী, মঙ্গলদীপ নামে স্বনির্ভর দলগুলি ২০০৬ সালে একই সময় তৈরি। প্রতিটি দলের সদস্য সংখ্যা ১০ জন করে এবং তারা প্রত্যেকে মাসে ৩০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। সকলেরই বসত বাড়ীটুকু ছাড়া সবজি বাগান করার মতো উঠানে এতটুকুও জায়গা নেই। তারা সকলেই দিনমজুর। গ্রীষ্মের সময় মালিক পক্ষের কাছে চাষের জমি লিজ নিয়ে প্রায় প্রত্যেকেই ধান চাষ করেন। এছাড়া তারা প্রাণীপালন অর্থাৎ হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গরু পালন করে তারা ভালো আয় করে থাকেন।

সন্ধ্যাতারা দলের অনুরাধা দাসের বসত বাড়ীটি তো একদিকে ভেঙেই পড়েছে। খুব কষ্ট করে দুই ছেলেকে নিয়ে তারা চারজনে সেখানে বসবাস করেন। এছাড়া দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে চায়না বাগদীর সংসার। তার বড় মেয়ে হার্টের অসুখে ভুগছে, মাসে ৮০০ টাকার ওষুধ লাগে। এছাড়া তিন ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার খরচ আছে। এতো কষ্টের মধ্যেও তারা দলগুলি বাঁচিয়ে রেখে কাজ করে চলেছেন। তারা ব্যাংকে যাচ্ছেন, পঞ্চায়েতের সভায় যাচ্ছেন।

পঞ্চায়েতের সভায় গিয়ে লোক কল্যাণ পরিষদের প্যারা প্রফেশনাল কর্মী নাজিম সেখের মুখে লিজ নিয়ে যৌথ চাষ, সবজি বাগান করার কথা শোনেন। পরে বাড়ী এসে আলোচনা করে তারা মনে করেন যে গ্রীষ্মের সময় জমি লিজ নিয়ে যদি ধান চাষ করা যায় তাহলে লিজ নিয়ে সবজি চাষ করতে বাধা কোথায়? তখন তারা মঙ্গলদীপ দলের জ্যোৎস্না বাগদীর বাড়ীর পুকুর পাড়ের এক বিঘা জায়গা যৌথভাবে লিজ নিয়ে সবজি চাষ করবেন বলে ঠিক করেন এবং জ্যোৎস্নাকে চার ভাগের এক ভাগ ফসল দেবেন বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর তারা সকলে মিলে পাড়টির জঙ্গল পরিষ্কার করে দলের সঞ্চয় থেকে প্রত্যেকে কিছু কিছু টাকা নিয়ে সবজির বীজ কেনেন। তাছাড়া লোক কল্যাণ পরিষদ ডাঙ্গার জায়গাটি বেড়া দেওয়ার জন্য নেট ও কিছু বীজ দেয়। রবি মরশুমে এই বাগান থেকে তাদের ৩০টি পরিবারের প্রতিদিন সংসারে খাওয়ার সবজি হয় এবং খাওয়ার পরেও তারা পালংশাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন, পেঁয়াজ ও রসুন বিক্রি করেন। এর ফলে তাদের রোজকার বাজার খরচ কমেছে। এই বাগানে তারা জৈব সার হিসাবে ভার্মি কম্পোস্ট, কম্পোস্ট পিটের সার, তরল সার এবং কীটনাশক হিসাবে ভেষজ দ্রবণ যেমন নিপাতার দ্রবণ, সাবান জল, ছাই, কেরোসিন, তামাক পাতার ভিজে জল ইত্যাদি ব্যবহার করেন। ফলে এই বাগানের ফসল খেয়ে তারা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেন। তিনটি দল মিলে যৌথভাবে একটি খাদ্যগোলাও তৈরি করেছেন। তাদের খাদ্যগোলাটিতে এখন পাঁচ কুইন্টাল ধান আছে। তারা চৈত্র মাসে এটি ব্যবহার করবেন বলে ঠিক করেছেন।

তাদের দলগুলি মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা (এম কে এস পি) প্রকল্পের অধীনে আসায় তারা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। তারা এই প্রকল্পের সহায়তা এবং তাদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপারে আশাবাদী।

রবি মরশুম ২০১৩ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব:

ব্যয়		আয়	
১) শ্রম নিজেদের	= ১৫০০/-	১) পালংশাক বিক্রি ৬০ কেজি ×১০	= ৬০০/-
২) সার - কেঁচো সার, ভেষজ দ্রবণ,		২) পালংশাক খাওয়া ৯০ কেজি ×১০	= ৯০০/-
গোবর সার, তরল সার	= ৩০০০/-	৩) ফুলকপি বিক্রি ১১০ পিস ×১০	= ১১০০/-
৩) নেট ও বীজ	= ৫০০/-	৪) ফুলকপি খাওয়া ২০০ পিস ×১০	= ২০০০/-
(লোক কল্যাণ পরিষদ থেকে)		৫) বাঁধাকপি বিক্রি ২০০ পিস ×১০	= ২০০০/-
৪) জল - (নিজেদের পুকুর থেকে)	= ১০০০/-	৬) বাঁধাকপি খাওয়া ১০০ পিস ×১০	= ১০০০/-
		৭) বেগুন বিক্রি ২২৫ কেজি ×১০	= ২২৫০/-
		৮) বেগুন খাওয়া ১০০ কেজি ×১০	= ১০০০/-
		৯) টমেটো বিক্রি ২০ কেজি ×১৫	= ৩০০/-
		১০) পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া ৩০ কেজি ×১২	= ৩৬০/
মোট ব্যয় = ৭৫০০/- টাকা		**মোট আয় = ১১,৫১০/- টাকা**	

মোট লাভ ১১,৫১০/- - ৬০০০ টাকা = ৫৫১০/-

প্রাক্‌খারিফ মরশুম ২০১৩-১৪ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব:

ব্যয়		আয়	
১) শ্রম নিজেদের	= ১০০০/-	১) খেঁড়ো বিক্রি ৩০ কেজি ×২০	= ৬০০/-
২) সার - (নিজেদের তৈরি) কেঁচো সার,		২) খেঁড়ো খাওয়া ৪০ কেজি ×২০	= ৮০০/-
ভেষজ দ্রবণ,গোবর সার, তরল সার=	৩০০০/-	৩) কাঁকুড় বিক্রি ৬০ কেজি ×১০	= ৬০০/-
৩) বীজ (লোক কল্যাণ পরিষদ থেকে) =	৫০০/-	৪) কাঁকুড় খাওয়া ৯০ কেজি ×১০	= ৯০০/-
৪) জল - (পুকুর থেকে সেচ)	= ৩০০০/-	৫) শসা বিক্রি ৫ কেজি ×২০	= ১০০/-
		৬) শসা খাওয়া ১০০ কেজি ×২০	= ২০০০/
		৭) পাটশাক বিক্রি ৫০ কেজি ×১০	= ৫০০/-
		৮) পাটশাক খাওয়া ১৫০ কেজি ×১০	= ১৫০০/-
		৯) কলমীশাক খাওয়া ৯০ কেজি ×২৫	= ২২৫০/-
		১০) পুঁইশাক বিক্রি ৯০ কেজি ×২০	= ১৮০০/-
		১১) পুঁইশাক খাওয়া ৬০ কেজি ×২০	= ১২০০/-
		১২) ঝিঙে খাওয়া ৫০ কেজি ×৩০	= ১৫০০/-
		১৩) ভেন্ডি বিক্রি ৩০ কেজি ×৩০	= ৯০০/-
		১৪) ভেন্ডি খাওয়া ২০ কেজি ×৩০	= ৬০০/-
		১৫) ভুট্টা খাওয়া ১০০ পিস ×৫	= ৫০০/-
মোট ব্যয় = ৭৫০০/- টাকা		**মোট আয় = ১৫,৭৫০/- টাকা**	

মোট লাভ ১৫,৭৫০/- - ৭৫০০ টাকা = ৮,২৫০/-

এরপর চারের পাতায়

জয়জয়ন্তী স্বনির্ভর দলের জয়

বার্তা প্রতিনিধি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বৈরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিনাইকুড়ি সংসদের 'জয়জয়ন্তী স্বনির্ভর সখা' দলটি মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনার অন্তর্গত। গত ৮-৯ বছর ধরে দলটি চলছে। দু'বছর আগে দলটি ভেঙে গিয়েছিল। কারণ ৩ জন সদস্য দল থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাসেবীদের পরামর্শে পুনরায় দলটি নিজের গতিতে চলতে শুরু করে। পদত্যাগী তিন সদস্যের পরিবর্তে নতুন তিনজন সদস্যও দলে যোগ দেন। বর্তমানে দলের সদস্য সংখ্যা দশ। দলনেত্রী কৃষ্ণা মন্ডলের প্রচেষ্টায় দলটি আজ সাফল্যের পথে পা বাড়িয়েছে। দলের মহিলা কিষাণরা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কোন সদস্যের চাষযোগ্য জমি ১ বিঘা, আবার কারুর ৬ বিঘা। তবে জমি থাকলেই যে রোজগার হবে এমন নয়। এতদিন সারা বছরে বর্ষার সময় শুধু ধান চাষ হত। বর্তমানে ধান-গম-সরিষা-ভূট্টা প্রভৃতি চাষ সারা বছর ধরে চলছে। তাছাড়াও বছরে নিয়মিত তিনটি মরশুমে সবজি চাষ হচ্ছে, পাশাপাশি প্রত্যেকের বাড়ীতে রয়েছে হাঁস-মুরগী-ছাগল-গরু । গত বছর 'জয়জয়ন্তী স্বনির্ভর সখা' দলের বার্ষিক রোজগার ছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এ বছর বসেছিলাম সদস্যদের সঙ্গে।

এরপর চারের পাতায়

আলু সংরক্ষণে স্বচ্ছতা আনতে উদ্যোগী রাজ্য

প্রদীপ মুখোপাধ্যায় :- বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগষ্ট মাস থেকেই অনলাইনের মাধ্যমে হিমঘরে আলু সংরক্ষণ জনিত তথ্য চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। জানা গেছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই চালু হতে চলেছে অভিনব এই পদ্ধতি- 'কোল্ড স্টোরেজ ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'। এই পদ্ধতি কার্যকরী করতে সারা রাজ্য জুড়ে হিমঘরের প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করছে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তর।

প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের হিমঘর প্রতিনিধিদের নিয়ে এই পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পর্ব হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় গত ২২ জুলাই বর্ধমান রেঞ্জের ছ'টি জেলার ১৮০ টি হিমঘর প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং তৃতীয় দফায় কল্যাণীতে বাকি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমানের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে রাজ্যের কৃষিজ বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, বিশেষভাবে তৈরি করা এই সফটওয়ারের মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়তই তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। যেহেতু স্বচ্ছতা আনার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

এরপর চারের পাতায়

ইটাহারে ফলের চারা বিতরণ কর্মসূচি

তরুণ কুন্ডু : উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা কিষাণদের মধ্যে সম্প্রতি ফলচারা বিতরণ করা হয়। মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কিষাণদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ফলচারা বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান রূপায়ণকারী সংস্থার কোঅর্ডিনেটর অপূর্ব সরকার।

প্রায় ৩০ হাজার পেয়ারা, লিচু, কলা, পেঁপে, লেবু, উন্নত মানের আপেল ও ফুল চারা বিতরণ করা হয় দু'টি জেলার দু'টি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কিষাণদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে রূপায়ণকারী সংস্থা লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাসেবী সন্তু দত্ত জানান, ইতিমধ্যে জয়হাট, মারনাই, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে মহিলা কিষাণরা চারা পেয়ে তাদের ৫/৭/১০ কাঠা, যার যেমন জমি রয়েছে, তাতে বাগান তৈরি করে ফেলেছেন। পরিষদের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সৌমিত্র বিশ্বাস প্রতিবেদককে জানান, হরিরামপুর ব্লকের ৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা কিষাণরা গড়ে ৬-৭ টি করে ফলের চারা পেয়েছেন এবং তারা বাড়ির আশেপাশের জমিতেই সেই সমস্ত চারা লাগিয়েছেন।

মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে এই সমস্ত ফলের চারা পেয়ে তারা বেশ খুশী।

বারো মাসের পাঁচালী

1 শোন শোন মহিলা কিষাণ
শোন দিয়া মন,
বারো মাসের চাষ কথার
বিস্তৃত বিবরণ।

1 বাংলা বছর শুরু হয় বৈশাখ মাসে,
মালচ্ কলসী সেচ চৈতালী ফসলে
চাষীর মন হাসে।

1 জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মতাপে পাকে সবফল
সবজি বাগান, বীজ বাছাই ও শোধন,
বীজতলা বাড়ায় চাষীর বল।

1 আষাঢ় মাসে আকাশ কোণে
জমতে থাকে মেঘ,
বাংলা চাষীর মনের কোণে
আশা জাগে অনেক।

1 ঝর্ণা সম শ্রাবণ ধারা
সবুজ করে ধরা,
ফসল চাষের আশায়
খুশিতে চাষীর মন ভরা।

1 ভাদ্র মাসে শরৎকালে
আগাম খবর নিয়ে
কচি ধান ঢেউ খেলে
শিশির মুখে দিয়ে।

1 আশ্বিন মাসে সবার মনে
জাগে আলোড়ন, পূজার সাথে
আউস ধানের গন্ধে ভরে মন।

1 কার্ত্তিক মাসে দীপাবলী
পয়রা চাষের উৎসব,
মাঠে ঘাটে শুনতে পাই
চাষীর কলরব।

1 অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব
প্রতি ঘরে ঘরে,
পরের বারে রবি চাষে
সকলের মন ভরে।

1 পৌষ মাসে নলেনগুড়ে
পিঠে - পায়েসের পালা,
নানান ফসলে ভরে উঠে
বাংলা মাটির থালা।

1 মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী
ঘরে ঘরে সরস্বতী পূজা,
ফসল পুষ্টিতে মাসে দু'টি
সেচ দেওয়া অতি সোজা।

1 ফাল্গুনে রঙের সাজ
ফুল যে সাজায় ডালি,
তিল, মুগ, সরিষা, কলাই
আলু ভরি থলি থলি।

1 চৈত্র হল শেষ মাস
চারিদিকে গাজনের পালা,
আখ, ওল, কলাই, ধঞ্চে,
চৈতী ফসল নিয়ে পথ চলা।

1 বারো মাসের নানান ফসলে
মিটবে সবার আশা,
সামাজিক কাজে জানবে সবাই
সমাজ চেতনার ভাষা।

সচলেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সংযোগ সংবাদ

পঞ্চায়েত ও আমরা

SAMJOG SAMBAD PANCHAYAT O AMRA

15th August, 2014

কর্মশ্রী প্রকল্প

কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

শিক্ষাশ্রী প্রকল্প

এই প্রকল্পের তফসিলি উপজাতিভুক্ত পড়ুয়ারা(পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) প্রতি বছর ৮০০ টাকা করে পাবে। তফসিলি জাতিভুক্ত পড়ুয়ারা (পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) পাবে ৫০০-৮০০ টাকা। রাজ্য সরকার শীঘ্রই এই প্রকল্প চালু করতে চলেছে।

ডোকড়া শিল্পের উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ

নাসিরুদ্দীন গাজী : বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ জনজাতি দক্ষ। জলপাইগুড়ির রাভা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের রাজবংশীরা ডোকড়া শিল্পে পারদর্শী। সেই ডোকড়া শিল্পের আরও ব্যবহারিক প্রয়োগ করে তুলতে চেষ্টা চলছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়।

কুশমুন্ডিতে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর রুরাল সোসাইটির উদ্যোগে ব্লকের তিন জায়গায় আকচা, দেহট ও মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্প সমবায় সমিতিতে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বি. আর. জি. এফ. ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় এখানে ৬০ জন মহিলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজবংশী পরিবারের মহিলারা পাটের সুতো তৈরি করে তা দিয়ে চট বা ডোকড়া তৈরি করে। চট বা ডোকড়া ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশিক্ষণে শুধু ডোকড়া নয়, টেবিল কভার, ওয়াল ম্যাট, নকশা তোয়ালে ইত্যাদি শেখানো হবে। তাছাড়া বাজারজাত করার ব্যাপারেও এখানে আলোচনা করা হবে।

প্রশিক্ষণার্থী আরতি রায়, বাসন্তী বর্মন, নীলিমা সরকাররা প্রতিবেদককে জানান, 'এমন কাজ আদৌ শক্ত নয়। বাড়িতে বসেই আয় হয়। কাজের মাঝে পাটের সুতলি দিয়ে বহু জিনিস তৈরি করলে আলাদা উপার্জন করা সম্ভব। তাই মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি'।

এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার মূলে আছেন সংস্থার কর্ণধার কেশব যোশি ও রতীশ নারায়ন কুন্ডু। গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কুশমুন্ডি ব্লকের বি.ডি.ও. ওয়াংডি গ্যালপো ভুটিয়া।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে লোক কল্যাণ পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ব্লকের মহিলা কিষাণদের স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে মশলাগুড়ো, ধূপকাঠির, সার্ফ-সাবান প্রভৃতির সামগ্রী তৈরি ও বিপণনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

মাছের যোগান বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য

নাসিরুদ্দীন গাজী : খাদ্যরসিক হলেও বাঙালি ভেতো হিসেবেই পরিচিত। ভাতের সঙ্গে মাছ হলে তো কথাই নেই। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যের নদী, পুকুর, দিঘি ও জলাশয়ে মাছের সংকট দেখা যাচ্ছে। ভিন রাজ্যের মাছ এনে রাজ্যের অভাব পূরণ করতে হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহারের মাছ বাঙালির চাহিদা মেটাচ্ছে।

তবে এবার রাজ্য সরকার নিজের এলাকার মাছ রাজ্যবাসীকে খাওয়াতে মাছের যোগান বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে।রাজ্যের সমস্ত জেলায় ব্যাপক হারে মাছ চাষের উৎসাহ দিতে সামাড়ি মৎস্য সৃজন প্রকল্পের অধীন মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করতে শুরু করেছে। তাছাড়াও বিভিন্ন জেলায় পুকুর,দিঘি, জলাশয়ে ব্যাপক হারে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেই মাছ চাষের জন্য ৬১০টি পুকুরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাটা যে সমস্ত পুকুরে সারা বছর জল থাকে এমন পুকুরগুলিই চিহ্নিত করা হয়েছে। ইনডিভিজুয়াল বেনিফিট স্কীমে (আই বি এস)ওই পুকুরগুলির মালিককে ২০০০ করে চারাপোনা দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে চুন,পাত্র, মাছের খাদ্য ইত্যাদিও দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া জেলার ১৫ বিঘা আয়তনের বড়ো জলাশয়গুলিতে (১৫ হাজার এক ইউনিট) ৭০ ইউনিট মাছ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলার হরিরামপুর ব্লকের গৌড়দিঘি, মালিয়ান দিঘি, টিকুমার দিঘি, কুশমুন্ডির মহিপাল দিঘি, রাঙ্গা দিঘি, গঙ্গারামপুর প্রাণ সাগর দিঘি, ফকির বিল, তপনের কদমা দিঘি,হিলির গ্যাবিনদিঘি প্রভৃতি দিঘিগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, স্বনির্ভর দল, মৎস্য উৎপাদনকারী সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে ওই দিঘিগুলিতে মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মৎস্য দপ্তর সূত্রে আরও জানা গেছে যে মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ প্রকল্পও দপ্তর গ্রহণ করেছে। এই সরকারি প্রকল্পে উপজাতি সম্প্রদায়ের একজন উপভোক্তাকে এক হাজার চারা পোনা, চুন, সার প্রভৃতি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে চার দিনের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। ৭৪ জন মৎস্যজীবীকে সাইকেল (উইথ ইনগুলিটেড বাক্স) দেওয়া হবে। ২৩৫ জনকে শুধুমাত্র বাক্স দেওয়া হবে মাছ নিয়ে আসার জন্য। জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী মৎস্য আধিকারিক জানান, মাছের চাহিদা অনুযায়ী জোগানের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে জেলা পরিষদ উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করে উপকরণ বিতরণ শুরু করেছে। জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কল্যাণ কুন্ডু বলেন, জেলায় মৎস্য চাষে ব্যাপক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, এ বছর লোক কল্যাণ পরিষদ মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা কিষাণদের মাছ চাষে উৎসাহ দিচ্ছে। বীরভূম, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ইতিমধ্যেই মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে।

তিনের পাতার পর...

খারিফ মরশুম ২০১৩-১৪ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব:

ব্যয়		আয়	
১) শ্রম নিজেদের	= ১৫০০/-	১) ঝিঙে বিক্রি ৩০ কেজি ×১০	= ৩০০/-
২) সার - (নিজেদের তৈরি) কেঁচো সার, ভেষজ দ্রবণ,গোবর সার, তরল সার	= ২৫০০/-	২) ঝিঙে খাওয়া ৫০ কেজি ×১০	= ৫০০/-
৩) বীজ (নিজেদের)	= ৩০০/-	৩) শসা বিক্রি ৫০ কেজি ×১০	= ৫০০/-
৪) বীজ - (লোক কল্যাণ পরিষদ)	= ৫০০/-	৪) শসা খাওয়া ৯০ কেজি ×১০	= ৯০০/-
৫) জল - (পুকুর থেকে সেচ)	= ৫০০/-	৫) করলা বিক্রি ৩০ কেজি ×২০	= ৬০০/-
		৬) করলা খাওয়া ৩০ কেজি ×২০	= ৬০০/-
		৭) পুঁইশাক বিক্রি ৪০ কেজি ×৫	= ২০০/-
		৮) পুঁইশাক খাওয়া ৯০ কেজি ×৫	= ৪৫০/-
		৯) ভেন্ডি বিক্রি ৩০ কেজি ×১০	= ৩০০/-
		১০) ভেন্ডি খাওয়া ৭০ কেজি ×১০	= ৭০০/-
		১১) কুমড়ো বিক্রি ৪০ পিস ×১৫	= ৬০০/-
		১২) কুমড়ো খাওয়া ৫০ কেজি ×১৫	= ৭৫০/-
		১৩) বেগুন বিক্রি ৬০ কেজি ×৩০	= ১৮০০/-
		১৪) বেগুন খাওয়া ৫০ কেজি ×৩০	= ১৫০০/-
		১৫) সীম বিক্রি ৬০ কেজি ×৬	= ৩৬০/-
		১৬) সীম খাওয়া ৬০ কেজি ×৬	= ৩৬০/-
		১৭) লালনটে বিক্রি ৩০ কেজি ×১০	= ৩০০/-
		১৪) লালনটে খাওয়া ৪০ কেজি ×১০	= ৪০০/-
মোট ব্যয় = ৫৩০০/- টাকা		**মোট আয় = ১১,১২০/- টাকা**	

মোট লাভ ১১,১২০/- - ৫৩০০ টাকা = ৫,৮২০/-

খাদ্যগোলা :

ধান জমা আছে ৫ কুইন্টাল ×১,৪২০ টাকা = ৭,১০০/- টাকা

প্রাণীপালন সম্পদ:

১) ৩০জনের (৩টি দল) গরু ৭৫টির আনুমানিক মূল্য	= ৯,০০,০০০/- টাকা
২) ৩০জনের (৩টি দল) ছাগল ১৬০টির আনুমানিক মূল্য	= ৫, ৬০,০০০/- টাকা
৩) ৩০জনের (৩টি দল) হাঁস ২৫০টির আনুমানিক মূল্য	= ৩৭,৫০০/- টাকা
৪) ৩০জনের (৩টি দল) মুরগী ৩০০টির আনুমানিক মূল্য	= ৩৬,০০০/- টাকা
	= ১৫,৩৩,৫০০/- টাকা

প্রাণীপালন থেকে আয়:

১) হাঁস ও মুরগীর ডিম খাওয়া ১ বছরে ৩৬০ পিস × ৩০ জন × ৫ টাকা	= ৫৪,০০০/- টাকা
২) হাঁস ও মুরগীর মাংস খাওয়া ১বছরে ২৫ কেজি × ৩০ জন × ১৫০ টাকা	= ১১,২৫০/- টাকা
৩) ছাগল বিক্রি করে ১ বছরে ২টি × ৪০০০ × ৩০ জন	= ২, ৪০,০০০/- টাকা
	= ৩,০৫,২৫০/- টাকা

তিনের পাতার পর

আলু সংরক্ষণ

তাই এব্যাপারে তথ্য নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে কেউ কোন কারচুপি করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। । দপ্তরের সহ-অধিকর্তা গৌতম মুখার্জী জানান, বিশেষভাবে তৈরি করা সফটওয়ারের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত হিমঘরের আলুর মজুত সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য একলপ্তেই জানা যাবে। আগে ১৫ দিন অন্তর হিমঘরের এই হিসাব কাগজে কলমে তাদেরকে জানানো হত। কিন্তু এই প্রযুক্তি চালু হওয়ার ফলে প্রতিনিয়তই সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর থাকবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজ্যে ১ কোটি মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেই আলু বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কার মত দেশে রপ্তানি করা হয় এবং বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিলেও এই আলু দেওয়া হয় বলে দাবী করেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায়। অনলাইন ব্যবস্থা চালু হলে হিমঘরগুলির সাথে সরকারের সরাসরি সংযোগ তৈরি হবে।

তিনের পাতার পর...

স্বনির্ভর দলের জয়

আলোচনায় জানা গেল, সেই রোজগার বেড়ে সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশী হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। দলনেত্রী কৃষ্ণা মন্ডল ট্রাক্টর কিনেছেন। তার স্বামী ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করেন। তারা ধান ঝাড়া ইত্যাদি কাজ করেও প্রচুর রোজগার করেন। তার বড় মেয়ে কলেজে বি এ পড়ছে। সেও মায়ের সাথে দলের খাতাপত্র লেখায় সাহায্য করে। দলের আর একজন সদস্য পঞ্চমী মন্ডল এখন সত্যিই খুশি। তাঁর স্বামী সুভাষ মন্ডল গ্রামে ঘুরে ঘুরে শাখা পলা বিক্রি করেন। ব্যবসায় ভালই রোজগার হয়। ফেরিওয়ালা সুভাষ মন্ডল বলেন, আমরা আগে মহিলা সমিতির সভাকে এতটা গুরুত্ব দিতাম না। এখন দেখছি ভালই লাভ।

মহিলা কিষাণরা প্রতিবেদককে জানান, 'ধান কাটার আগে পয়রা পদ্ধতিতে ডাল চাষ করা লোক কল্যাণ পরিষদের স্বেচ্ছাসেবীরাই শিখিয়েছেন। সত্যিই কম সময়ে ফসল পাওয়া যায়। ধানচাষের জমি অনেক নীচু থাকায় বর্ষায় ডুবে যেতো। এখন স্বেচ্ছাসেবীদের পরামর্শে 'কলম কাটিং' পদ্ধতিতে ধান চাষ শুরু করেছি। আগে সবজি কিনে খেতে হত, এখন বাড়ীর জন্য সবজি কিনতে হয় না। বরং বাড়তি সবজি গ্রামের হাটে বিক্রি করি।'

দলনেত্রী জানালেন, এখন সদস্যদের জমি না থাকায় তারা জমি লিজ নিচ্ছেন। তারা বুঝেছেন- চাষে অনেক লাভ। পঞ্চমী মন্ডল ইতিমধ্যেই ২ বিঘা জমি লিজ নিয়েছেন। শেফালি মন্ডল ৩ বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষ করছেন। বাকিরাও আগামীতে লিজ নেবেন বলে ঠিক করেছেন। দলে নতুন যারা এসেছেন যেমন রত্না দাস, কামনা সরকার, বাসন্তী মন্ডলরাও পিছিয়ে নেই। পুরোনোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও এগোচ্ছেন।

মহিলা কিষাণ দল সংসদ পরিকল্পনা করে সংঘের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দিয়েছেন। রবি মরশুমে বিভিন্ন রকমের সবজি, বিশেষ করে নতুন সবজি চাষের পরিকল্পনা করেছেন। 'জয়জয়ন্তী স্বনির্ভর সখা' দলের কর্মকান্ড দেখে অন্যান্য দলের মহিলা কিষাণরাও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

নিজে সচেতন হোন, পাড়া প্রতিবেশীদের সচেতন করুন।

ম্যালেরিয়া হোক পরাজিত, স্বাস্থ্য থাকুক সুরক্ষিত।

রোগের লক্ষণ দেখা দিলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত / স্বাস্থ্যকেন্দ্র/হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন।

রোগ দেখা দেওয়ার আগেই প্রতিকার, প্রতিরোধে সচেষ্ট হোন।

সম্পাদক- অমলেন্দু ঘোষ। সংযোগ ইনফরমেশন অ্যান্ড নিউজ এজেন্সীর পক্ষে ইলোরা দেবনাথ কর্তৃক, ডি-৬৫০, লেক গার্ডেন্স, কোলকাতা - ৭০০০৪৫ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক মুদ্রিত। যোগাযোগ : পোষ্ট বক্স নং - ১৬২৬৬, কোলকাতা - ৭০০০২৯।
ফোন-৬৫২৯১৮৭৮, ২৪২২৬৮৩৪, ফ্যাক্স:(০৩৩)২৪৬৫-৭১০৭, ইমেল: lokakalyanparishad@gmail.com, samjognews@gmail.com, RNI.REGD.NO 69736/98 © & P by SINA সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।